Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহবুবা আফরিন

রোলঃ 216020508

৩১ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহবুবা আফরিন

রোলঃ 216020508

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহবুবা আফরিন, আইডিঃ 216020508 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আরবী ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Mahbuba Afrin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৪ ইং

মাহবুবা আফরিন

আইডিঃ 216020508

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.......6

আরবি ভাষা শিক্ষায় ইসলামের অনুপ্রেরণাঃ.......8

আরবি ভাষা.......12

আরবি ভাষা মুসলিম জাতির আত্মপরিচয়ের ভাষা.......13

আরবি ভাষা শিক্ষায় মহানবী (সা.) যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন.......18

আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য.......22

আরবী ভাষা কুরআন বুঝার চাবিকাঠি.......25

যে দশটি কারণে মুসলিমদের আরবি ভাষা শেখা উচিত.......32

আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়.......37

বিশ্ব অর্থনীতিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব.......43

ভূমিকা

ভাষা আল্লাহ তায়ালার অনন্য দান, শ্রেষ্ঠ নেয়ামত। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। এই ভাষা মানুষের চিন্তা চর্চার বাহন, মানব পরিচয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ‘তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।’ (সুরা রুম : ২১-২২)।

ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশক আর চিন্তার বাহনই নয়, বরং একটি জাতির প্রতীক; জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ। ভাষার পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে একটি জাতির জাতিসত্তা। সেই নির্দিষ্ট ভাষাকে অবলম্বন করে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বিশ্বের কাছে তাদের জাতীয় অস্তিত্ব তুলে ধরে। ভাষা সেই জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্যের বাহন; শিল্পকর্ম ও অগ্রগতির ধারক।

ভাষা হিসেবে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এটি। বিশ্বের ২৮টি দেশের মাতৃভাষা ছাড়াও ভাষা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হিসাবে ষষ্ঠ স্থানে আরবি ভাষার অবস্থান। নানা কারণে আরবি ভাষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষা ।

ধর্মীয় দিক থেকে

ধর্মীয় দিক থেকে আলোচনা করলে আমরা যা পাই আমাদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ আল হাদিস ও অন্যান্য ইসলামি সহায় গ্রন্থের মূল ভাষা আরবি। প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ মুসলিমের নিকট আরবি একটি পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। আরবি ভাষা না জানলে আল- কুরআন ও আল-হাদিস অধ্যয়ন করে সঠিকভাবে বুঝা ও জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। তাই সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিমদের কাছে আরবি ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

আলিফ লাম মিম এটি এমন কিতাব, যাতে কোন সন্দেহ নেই, মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।

“নিশ্চয়ই আমি আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।

‘আরবি ভাষায় এ কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাতে তারা সাবধানতা অবলম্বন করে ।

- ‘এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধান রূপে আরবি ভাষায়’ সূরা রাদ ১৩, আয়াত ৩৭।
- ‘এইরূপে আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবি ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা এটাকে উপদেশ হিসেবে গ্রহণ করে’। সূরা ২০ তাহা, আয়াত: ১১৩

ধর্মীয় সকল কাজেই আমরা আল-কুরআন ও আল-হাদিসকে অনুসরণ করি বিধায় আরবি ভাষা আমাদের নিত্য দিনের ভাষা। আমাদের সকল কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আরবি ভাষা একান্তভাবে জড়িয়ে আছে। দুনিয়ার সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ ভাষা আরবি ভাষা। জান্নাতের ভাষাও আরবি ভাষা ।

পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনের বিখ্যাত ভাষ্যকার ইবনে কাসীর-এর মতে— “সর্বাধিক মর্যাদাবান ফেরেশতার মাধ্যমে, সর্বাধিক মর্যাদাবান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের-এর প্রতি, সর্বাধিক মর্যাদাবান ভাষায়, সর্বাধিক মর্যাদাবান গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আরবি ভাষাকে সকল ভাষার জননী বলা হয়। আল-কুরআন, আল-হাদিস, ফিক্হশাস্ত্র শিক্ষাগ্রহণ ও জীবনে তার সঠিক বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক মুসলিমের আরবি ভাষা জানা অপরিহার্য। আল্লাহর নির্বাচিত ভাষা, কুরআনের ভাষা, ইবাদতের ভাষা, ইসলামি শিক্ষার ভাষা আরবি ভাষা ।

আরবি ভাষা শিক্ষায় ইসলামের অনুপ্রেরণাঃ

সত্য ও সুন্দরের বন্দনা ইসলামের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কারণ, ইসলাম চির সুন্দরের ধর্ম। মানুষের চিন্তাচেতনা থেকে শুরু করে তার যাপিত জীবনের সব দিকে, সব স্তরে সত্য ও সুন্দরের লালন, পালন ও প্রতিষ্ঠা ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ইসলাম মানুষকে অনুপ্রাণিত করে—তোমার প্রভু সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। মানবজীবনে সৌন্দর্যের অন্যতম দিক ভাষা। ভাষার মাধ্যমে বিকশিত হয় তার ব্যক্তিত্বের শোভা ও সৌরভ। ব্যক্তির শব্দ ও বাক্য তার রুচি ও বোধের পরিচায়ক। তার চিন্তা ও চেতনার স্ফুরক। তার কথামালা ধারণ করে থাকে তার মন ও মননের রং। তাই ইসলাম মানুষকে নির্দেশ দেয়, পরিশুদ্ধ হও জীবনে, শুদ্ধ করো তোমার শব্দ, বাক্য ও ভাষা। মধুর করো তোমার বাচনভঙ্গি, ভাষার অবয়ব। প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কিছু কথা জাদুময়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫১৪৬)

আল্লাহ তাআলা সব নবীকে তার স্বজাতির ভাষা দিয়ে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা নিজ নিজ জাতিকে মাতৃভাষায় আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'আর আমি প্রত্যেক রাসুলকে স্বজাতির ভাষাতেই পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে বর্ণনা দেয়।' (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ০৪)

আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তার স্বজাতির ভাষায় প্রেরণ করেছেন।' (মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২১৪১০)

আল্লামা ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, 'রাসুলরা মাতৃভাষাভাষী হওয়ার কারণ হচ্ছে, যেন তাদের জাতি রাসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁরা কী নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন তা বুঝতে পারেন।' (তাফসিরে ইবনে কাসির : ৪/৪৭৭)

মাতৃভাষায় দক্ষ ছিলেন নবীরা নবী (আ.) শুধু মাতৃভাষায় ধর্ম প্রচার করেননি; বরং তাঁরা ছিলেন নিজ নিজ ভাষায় পাণ্ডিত্যের অধিকারী। সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও আলংকারিক ভাষার কৃতিত্বধারী। রাসুল (সা.) বলেন, আমি আরবের সবচেয়ে বিশুদ্ধ ভাষী। একইভাবে পবিত্র কোরআনে মুসা (আ.)-এর ভাষ্যে হারুন (আ.)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে, 'আর আমার ভাই হারুন, সে আমার চেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ ভাষার অধিকারী, তাই তাকে আমার সঙ্গে সাহায্যকারী হিসেবে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে।' (সুরা : কাসাস, আয়াত : ৩৪)

শব্দচয়নে সতর্ক হতে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে যেমন ভাষার প্রতি যত্নবান ছিলেন, তেমনি অন্যদেরও যত্নবান হয়ে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি কাউকে শব্দের ভুল প্রয়োগ বা ভাষার বিকৃতি করতে দেখলে তা শুধরে দিতেন। একবার এক সাহাবি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে বললেন, 'আ-আলিজু' শব্দটির অর্থ আমি কি প্রবেশ করব? আরবি ভাষায় এই অর্থে ব্যবহৃত হলেও তা অনুমতি প্রার্থনার জন্য যথেষ্ট নয়। তখন রাসুল (সা.) তাঁর দাসীকে বললেন, বাইরে গিয়ে তাকে এ কথা বলতে বলো, 'আসসালামু আলাইকুম! আ-আদখুলু?' কারণ সে সুন্দরভাবে অনুমতি প্রার্থনা করেনি। (আল-আদাবুল মুফরাদ)

ইমাম মুসলিম (রহ.) তাঁর সহিহ মুসলিমে 'আল-আলফাজু মিনাল আদাব' শিরোনামে অধ্যায় এনেছেন। যেখানে উপযুক্ত শব্দচয়ন সম্পর্কে হাদিস আনা হয়েছে। এ অধ্যায়ের হাদিসগুলোয় রাসুল (সা.) ভুল শব্দ প্রয়োগের সংশোধনী এনেছেন এভাবে—'আঙুর'কে 'কারম' বলো না, 'ইনাব' কিংবা 'হাবালাহ' বলো। কাউকে 'দাস' না বলে 'চাকর' বলো, কারণ সবাই আল্লাহর দাস ও দাসী; মনিবকে 'প্রভু' বলো না, 'সর্দার' বলো।

এমনকি শত্রুর সঙ্গে বিতর্ক করার সময়ও সুন্দরতম ভাষায় বিতর্ক করার নির্দেশ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'হে নবী! আপনার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন প্রজ্ঞা

ও সদুপদেশের মাধ্যমে। আর তাদের সঙ্গে বিতর্ক করুন সর্বোত্তম পন্থায়।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ১২৫)

ভাষা-সাহিত্যের উন্নয়নে কোরআনের অনুপ্রেরণা ইসলাম মানুষকে তার মাতৃভাষায় বিশুদ্ধতার নির্দেশ দিয়েই থেমে যায়নি। বরং উৎসাহিত করেছে ভাষা ও সাহিত্যে উৎকর্ষ সাধনে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ তাঁর ভাষার অলংকার ও উপমার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 'তুমি কি লক্ষ করো না, আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। যার মূল সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। সে তার পালনকর্তার অনুমতিক্রমে প্রতিনিয়ত ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা করেন, যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে। এবং মন্দ বাক্যের উপমা একটি মন্দ বৃক্ষের মতো। যার মূল ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন। যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।' (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ২৪-২৬)

এ আয়াতে আল্লাহ মানুষকে উত্তম ও উৎকৃষ্ট ভাষা ব্যবহারে মনোযোগী হতে বলেছেন। এমন অসংখ্য উপমা, উৎপ্রক্ষা ও অলংকার শোভিত কোরআন আরবি ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনের মর্যাদা দখল করে আছে। কোরআনের ইজাজ বা অপরাজেয় প্রভাব ও শক্তির অন্যতম একটি দিক নিঃসন্দেহে তার ভাষা ও সাহিত্য মান। আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে হাফিজ জিয়াউদ্দিন ইবনে আসির, শিহাবুদ্দিন হালবিসহ একাধিক প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তির উদ্ধৃতি উল্লেখ করে লেখেন—'নিশ্চয়ই কোরআন পাঠ, তা মুখস্থকরণ এবং তার চর্চা আরবি ভাষা শিক্ষা করা এবং তাতে দক্ষতা অর্জন করার একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। কেননা কোরআনের মাধ্যমে জাহেলি যুগের (যা আরবি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ খ্যাত) পদ্য ও গদ্য সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ধারণা লাভ করা যায়। বরং তা জাহেলি যুগের ভাষা ও সাহিত্যকে পরাজিত করেছে। তা ছাড়া কোরআন সর্বযুগে সব প্রকার বিকৃতিমুক্ত এবং সংরক্ষিত। (তারিখে ইবনে খালদুন)

আধুনিক আরবি সাহিত্যের দিকপাল ড. ত্বাহা হুসাইন কোরআনের বাচনভঙ্গি ও শৈলী সম্পর্কে বলেন, 'এতে সন্দেহ নেই, কোরআন আরবি গদ্যের আদি গ্রন্থ। কিন্তু তোমরা এ-ও হয়তো জানো যে কোরআন গদ্য নয়। তদ্রূপ কোরআন কাব্যও নয়। কোরআন কোরআনই। ... কোরআন একটি একক পদ্ধতি, অনুপম ও অতুলনীয়।

আগেও এমনটি ছিল না এবং পরেও এর তুল্য কিছু হয়নি।' (ড. তোহা হুসাইন, মিন হাদিসিশ শেরি ওয়ান নাসরি, পৃষ্ঠা. ২৫)

মহানবী (সা.)-এর যুগে কবি ও কবিতার সম্মান ইসলামী যুগে এমন কিছু কবির নাম খুঁজে পাওয়া যায় যাঁরা ইসলাম আগমনের আগেই প্রচলিত ধারার কবিতা রচনা করে কবি খ্যাতি লাভ করেন। ইসলাম আগমনের পরও তাঁরা কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। তাঁদের মধ্যে কা'ব ইবনে জুহায়র (রা.), হাসসান ইবনে সাবেত (রা.), কা'ব ইবনে মালিক (রা.), আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) ও আলী ইবনে আবি তালিব (রা.) উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া প্রাথমিক ইসলামী যুগের কবিদের মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেন—আমর ইবনে মা'দিকারাব, আল হুতয়াহ, আবু লায়লা হাসসান ইবনে কায়স—যিনি নাবিঘা নামে বেশি পরিচিত ছিলেন এবং আবু জুয়াব আল-হুজলি।

মহানবী (সা.) ইতিবাচক কাব্যচর্চাকে বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন। বর্ণিত আছে, তিনি তাঁর মিম্বারের পাশে প্রাথমিক ইসলামী যুগের প্রধান কবি হাসসান ইবনে সাবিত (রা.)-এর বসার স্থান নির্ধারণ করেন। তিনি মুসলিম কবিদের উৎসাহিত করে বলেন, 'যারা অস্ত্র হাতে আল্লাহর রাসুলকে সাহায্য করে তাদেরকে নিজ কথা (কবিতা) দ্বারা সাহায্য করতে কে নিষেধ করে?' (আল্লামা সাইয়েদ মুর্তাজা আস্কারি, আহাদিসু উম্মুল মুমিনা আয়েশা : ৩/২২২)

ইসলাম শুধু শব্দ-বাক্য নয়; বরং ভাষার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করে। সব ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে চায় তার সর্বোত্তম ব্যবহার। ইসলাম তাই তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছে, 'আর তোমরা মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলো।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ৮৩)

আরবি ভাষা

আরবি ভাষা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। সব ভাষাবিদদের দৃষ্টিতে এ ভাষা হচ্ছে চিরযৌবনা ভাষা। এর কোনো শৈশব বা বার্ধক্য নেই। এ ভাষায় কোরআনে কারিমের অবতরণ একে আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। পৃথিবীতে প্রায় ২৪ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে। আরবের সবগুলো দেশসহ আফ্রিকার কয়েকটি দেশের জাতীয় ও মাতৃভাষা হচ্ছে আরবি ভাষা। জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছয়টি ভাষার মধ্যে অন্যতম চতুর্থ ভাষা হচ্ছে আরবি।

এক কথায়, আরবি আজ শুধু আরব জাতি ও মুসলিম জাতির ভাষা নয়; এ ভাষা আজ বিশ্বের অন্যতম প্রধান ভাষায় পরিণত হয়েছে। আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে, তা সৃজনশীল। রয়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারার সক্ষমতা। সভ্যতার যোগাযোগে এর ভূমিকা অনন্য। এ ভাষার রয়েছে শব্দ-বাক্যের বিশালতা; যা অনিঃশেষ বিবরণ দিতে থাকে, কিন্তু ফুরায় না।

কবি হাফেজ ইবরাহিমের ভাষায়, 'আমি সমুদ্রের মতো বিশাল, আমার গভীরে রয়েছে অসংখ্য মণিমুক্তা। তারা ডুবুরিকে জিজ্ঞেস করেছে আমার এ সম্পদের বিষয়ে?' কোরআনের ভাষা হওয়ার সুবাদে এ ভাষার কোনো মৃত্যু নেই। এর প্রবাহ অবিনাশী ও অবিনশ্বর। এর বিকাশধারা চির বহমান।([1])

([1])https://www.dhakapost.com/religion/11317

আরবি ভাষা মুসলিম জাতির আত্মপরিচয়ের ভাষা

আরবি ভাষা আরব জাতির এমনকি মুসলিম জাতির আত্মপরিচয়। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাদের মূল্যবোধ। আরবি ভাষা মিশে আছে আরব জাতির অস্তিত্ব-চেতনায়। এর আবেদন আবহমান-চিরায়ত, শাশ্বত। স্বদেশের মাটি ও মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনা এ ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। প্রত্যেক জাতির অনন্য পরিচায়ক এ ভাষাসম্পদ। অতএব, আরবি ভাষাকে কেন্দ্র করেই আরবরা স্বতন্ত্র জাতি হয়ে উঠেছে।

বিশ্বায়নের দাপুটে প্রভাবে সব দেশই তাদের মাতৃভাষা নিয়ে চিন্তিত। বিশ্বের সংযোগ-ভাষা হয়ে ওঠায় ইংরেজির দাপট বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর ছোট-বড় অনেক ভাষা ও সংস্কৃতির অস্তিত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। আরবি ভাষাও এ সংকট মুক্ত নয়। আরব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইংরেজির ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

অনেক অফিসের কাজের ভাষা হয়ে গেছে ইংরেজি। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে ইংরেজিতে। মিডিয়ায়, নাটকে, অনুষ্ঠানাদিতে চলছে ইংরেজি ও বিদেশি ভাষার আধিক্য। মিডিয়াকর্মী, গবেষক এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তাদের ভাষায় আজ ইংরেজি শব্দের ছড়াছড়ি। তরুণ-তরুণীদের মাঝে ইংরেজিপ্রীতি বাড়ছে ভয়ানকভাবে।

তাদের কথায়, আচরণে বিদেশি ভাষার প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। আরবি ভাষা তাদের কাছে অবহেলিত। আরবির অশুদ্ধ বানান, অশুদ্ধ শব্দপ্রয়োগ, অশুদ্ধ বাক্যগঠন সর্বত্রই দেখা যাচ্ছে। দোকান, রেস্তোরাঁর বিলবোর্ডে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে আরবি হরফে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি শব্দ বা বাক্য অথবা সরাসরি ইংরেজি নামের ব্যবহার।

স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও আজ বিশুদ্ধ আরবির পরিবর্তে আঞ্চলিক এবং বিদেশি শব্দ ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। আরবি ভাষা পরিস্থিতি এখন চরম নৈরাজ্য ও বিভ্রান্তিকর অবস্থার শিকার। বিদেশি ভাষার আগ্রাসন মূলত আরব জাতির জন্য এক বিরাট ভাষিক সংকট।

আরবি ভাষার মতো এমন একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও মহিমান্বিত ভাষার এ সংকট মোকাবিলায় সবাইকেই কার্যকরী ভূমিকা রাখতে হবে। আরবির ক্ষেত্রে এ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে আরব দেশগুলোকে বিশেষভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এ সংকট এবং ভাষাগত নেতিবাচক প্রভাব থেকে বাঁচতে আরব বিশ্বের ভাষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আরবি ভাষা শিক্ষাদানের জন্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন, সভা-সেমিনারের মাধ্যমে সর্বস্তরে সচেতনতা, উপযুক্ত কর্মপ্রয়াস জোরদারের বিকল্প নেই।

আরবি ভাষা ব্যবহারে বা শেখায় অনেকেরই হীনমন্যতা কাজ। মূলত সবার হৃদয় থেকে এটা ত্যাগ করতে হবে। আরবি ভাষা এবং আরব জাতির আত্মপরিচয় বিষয়ে বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সবাইকে আরবি ভাষা শেখায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মিডিয়া, স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোতে বিশুদ্ধ আরবি ব্যবহার করতে হবে।

কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে যেই ভাষা অনন্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে, তার শুদ্ধ প্রয়োগ এবং বিশুদ্ধ উচ্চারণে গুরুত্ব দিতে হবে। বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করতে হবে। আরব দেশগুলোর তত্ত্বাবধানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষত মুসলিম দেশগুলোতে আরবি ভাষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন আয়োজন এবং সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের আরবির প্রচার প্রসারে কাজে লাগাতে হবে। যত্নের সঙ্গে আরবি শুদ্ধভাবে শিখতে হবে, বলতে হবে, লিখতে হবে। এ ভাষাকে চির সজীব রাখতে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। কারণ, এ ভাষা আরব জাতি ও মুসলিমদের শুধু প্রিয় ভাষা নয়; বরং তাদের আত্মপরিচয়।

আরবী বিশ্ব প্রচলিত প্রধান ভাষাগুলোর মধ্যে অন্যতম ভাষা। বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রচলিত মৌলিক ও উপভাষাসহ সব ভাষায় আরবী ভাষার প্রভাব রয়েছে। অন্যান্য ভাষার সাথে আমাদের বাংলা ভাষায়ও আরবী ভাষা বিরাট একটি জায়গা করে নিয়েছে। আমরা নিত্যদিন পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অসংখ্য আরবী শব্দ ব্যবহার করি। তার সাথে

আরবী আমাদের ধর্মীয় ভাষা। জান্নাতের ভাষা। রাসূলে আরবী (সা.)-এর ভাষা হলো আরবী। কুরআন ও হাদীসের ভাষা আরবী। তাই ইসলাম ও মুসলমানের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষা আরবী। মুসলমানদের জীবন-যাপনের উৎসমূল হলো কুরআন; আর তা অবতীর্ণ হয়েছে আরবী ভাষায়। আল্লাহ তাআলা বলেন: 'এইভাবে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি বিধানরূপে আরবী ভাষায়।' (সূরা রাদ: আয়াত ৩৭)।

'এই রূপেই আমি কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় এবং তাতে বিশদভাবে বিবৃত করেছি সতর্কবাণী, যাতে তারা ভয় করে অথবা এটা হয় তাদের জন্য উপদেশ।' (সূরা তাহা: আয়াত ১১৩)।

'আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতা মুক্ত, যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।' (সূরা জুমার: আয়াত ২৮)।

'আমিই আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করেছি। যেন তোমরা উপলব্ধি করতে পারো।' (সুরা ইউসুফ: আয়াত ২)।

'সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় আমি কোরআন অবতীর্ণ করেছি।' (সুরা শুআরা : আয়াত ১৯৫)।
আল্লাহ তাআলা বার বার বলেছেন আরবী ভাষায় সতর্কবাণী হিসেবে, বিধান হিসেবে, উপদেশ হিসেবে, সাবধানতা অবলম্বনে স্পষ্টভাবে আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয় মুসলিম জীবনে আরবী ভাষা কতটুকু গুরুত্ব বহন করে। সবাই আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা অতি প্রয়োজন এবং কর্তব্যও বটে।

আরবী ভাষা শেখার ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) বলেন: 'তোমরা আরবী ভাষা শেখো। তা তোমাদের দীনের অংশ।' (মাসবুকুয যাহাব ফি ফাদলিল আরব ওয়া শারফুল ইলমি আলা শারফিন নাসবি: ১/৯)।

এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহ.)-এর একটি উক্তি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছেন। আর প্রিয় নবী

(সা.)-কে আরবী ভাষায় কুরআন ও সুন্নাহ প্রচারের নির্দেশ দিয়েছেন। দীনের প্রথম অনুসারীরা ছিল আরবীভাষী। তাই দীনের গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য এই ভাষা অর্জন ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। অতএব আরবী চর্চা করা দীনেরই অংশ ও দীনের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক।' (মাজমুউল ফাতাওয়া: ৮/৩৪৩)। জাগতিক দিক থেকে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আরবদেশে বসবাস করে জীবিকার তাগিতে। তাই তাদেরকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আরবী ভাষা শিখতে হয়। অপর দিকে একজন মানুষের আলেম হতে হলে আরবী ভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য। কারণ, দীনের বিষয়ে ফাতোয়া দিতে হলে তাকে অবশ্যই আরবী ভাষায় পণ্ডিত হতে হবে। না হলে সে দীনের বিষয়ে ফাতোয়া দিতে পারবে না। যদিও সে দীনের দিকে আহ্বান করতে পারবে। সবদিক থেকে আরবী ভাষা আমাদের জীবন চলার ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস ১৮ ডিসেম্বর। ১৯৭৩ সালের এই দিনে জাতিসংঘ সাধারণ সভার ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নং সিদ্ধান্তে আরবীকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস পালন করা হয়।

আন্তর্জাতিক ভাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি। এ দিন বাংলাদেশের সালাম, বরকত, রফিক ও জব্বার ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যা ছিল বিশ্ব দরবারে একমাত্র ভাষার জন্য আত্মত্যাগ। বাংলাদেশিদের এ আত্মত্যাগকে বিশ্ব দরবার মূল্যায়ন করেছে আন্তর্জাতিক মতৃভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা, ইউনোস্কোর ১৯৯৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপনের প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ছটি ভাষার পৃথক পৃথক আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের ঘোষণা করা হয়। ২০ মার্চ আন্তর্জাতিক ফরাসী ভাষা দিবস। ২০ এপ্রিল আন্তর্জাতিক চীনা ভাষা দিবস। ২৩ এপ্রিল আন্তর্জাতিক ইংরেজি ভাষা দিবস, ৬ জুন আন্তর্জাতিক রুশ ভাষা দিবস, ২১ অক্টোবর আন্তর্জাতিক স্প্যানিশ ভাষা দিবস ও ১৮ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক আরবী ভাষা দিবস।

আরবী ভাষার সাথে এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের আত্মার সম্পর্ক। এ দেশের জনসাধরণ আরবী ভাষাকে পরম শ্রদ্ধা করে। মনে থেকে ভক্তি করে। হৃদয় দিয়ে ভালবাসে। আরবী ভাষার যেমন রয়েছে ধর্মীয় গুরুত্ব তেমনি রয়েছে বৈষয়িক গুরুত্ব। পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবী। ২৫ কোটি মানুষ আরবীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। ২৫টি দেশের দাপ্তরিক ভাষা আরবী। অপর দিকে অর্থনৈতিক বিবেচনায় আরবী ভাষা বাংলাদেশের জন্য অতি বেশি গুরত্ব রাখে। দেশের অর্থনীতির অন্যতম শক্তি ধরা হয় রেমিটেন্সকে; আর এ রেমিটেন্সের সিংহভাগই অর্জিত হয় আরবী ভাষার দেশসমূহ থেকে। এদেশের জনগণ যখন আরব দেশে যায়, তখন তারা ভাষা না জানায় বেশ বিড়ম্বনায় পড়ে। তারা যদি ভালভাবে আরবী ভাষা জানতো তবে আরবদেশে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করতে পারতো। তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা আরো বেশি আদায় করে নিতে পারতো। তাই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো চাঙ্গা করার লক্ষ্যে আরবী ভাষাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুত্ব দেয় দরকার।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তো আরবী ভাষা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। ইসলামের যে কোনো বিধান জানতে হলে আরবী ভাষা জানতে হবে। কুরআন ও হাদীসের সঠিক মূল মর্ম বের করতে হলেও আরবী ভাষা প্রয়োজন। আরবী ভাষা অধ্যয়ন বা আয়ত্ত করা ছাড়া কোনো লোক ইসলামের কোনো বিষয়ের উপর ফতোয়া দিতে পারবে না। তাফসীর বা কুরআনের ব্যাখ্যা অন্যকে শেখাতে হলে, বিধানাবলি বলতে হলে অবশ্যই তাকে আরবী ভাষা জানতে হবে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি আরবী ভাষা সবদিক থেকে আমাদের জন্য অতি প্রয়োজন। তাই আমাদের আরবী ভাষা শেখার প্রতি আরো উৎসাহী হতে হবে। এ ভাষা আরো বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকেও পদক্ষেপ নিতে হবে।

যে জাতি যে ভাষাকে কেন্দ্র করে জীবন পরিচালিত করে, ঐ জাতির সেই ভাষার মধ্যে তাদের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি-কালচার প্রস্ফুটিত হয়। একটি জাতির সংস্কৃতি বহন করে সেই জাতির ভাষা। সে ভাষা যত মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছবে সে জাতির সংস্কৃতিও তত তার কাছে পৌঁছে যাবে। ইসলামের ভাষা আরবী বলে আরবী ভাষা ইসলামের সংস্কৃতি বহন করছে। ইসলামী সংস্কৃতি বুঝতে হলে আরবী ভাষাকে বুঝতে হবে। এদেশে দীর্ঘদিন চলেছে মুসলিম শাসন। শত শত বছর ধরে

মুসলমানরা বসবাস করছে এখানে কিন্তু কতজন মুসলিম আরবী জানে ও বুঝে? এক্ষেত্রে ইংরেজরা সফল হয়েছে। তাদের ভাষা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এখন আমাদের অনেকে ইংরজি ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করছে নিত্য দিন। আমাদের আরবী ভাষা ব্যবহারিক দিককে আরো সহজ করে সবার মুখে মুখে করে দেয়া সময়ের দাবি। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে আরবী বলা, লেখা ও বুঝার ব্যাপারে আরো উদ্যোগী হতে হবে।([2])

আরবি ভাষা শিক্ষায় মহানবী (সা.) যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন

আরবি শুধু একটি ভাষা নয়, এটি ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যতম বাহক। কালের বিবর্তনে বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত অনেক ভাষা হারিয়ে যেতে পারে। কোরআনের বাহক হিসেবে আরবি ভাষা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। কেননা মহান আল্লাহ কোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমিই কোরআন অবতীর্ণ করেছি, আমিই এটি সংরক্ষণ করব।' (সুরা : হিজর, আয়াত : ৯)

বাংলাদেশের মতো অনারব দেশগুলোর জন্য আরবি ভাষা শিক্ষা ইসলামী শিক্ষারই নামান্তর। মানুষ যত বেশি এ ভাষার কাছাকাছি আসবে ততই ইসলামকে জানবে ও বুঝবে। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'তোমরা আরবি ভাষা শেখো, কেননা এটি তোমাদের দ্বিনেরই অংশ।

সিরাতে আরবি ভাষা শেখার অনুপ্রেরণা: রাসুল (সা.)-এর পবিত্র সিরাত অধ্যয়ন করলে আরবি ভাষা শিক্ষা ও এর প্রচার-প্রসারের কিছু পদ্ধতি ও দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়। তা হলো—

([2])https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/islamic-economics/151788/%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF-%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%9F

ক. আরবি ভাষার প্রতি ভালোবাসা : স্বভাবগতভাবে মানুষ যা ভালোবাসে তা সহজে গ্রহণ করে এবং চর্চা করে। রাসুল (সা.) বলেন, ‘তোমরা আরবদের ভালোবাসো। কেননা আমার ভাষা আরবি, কোরআনের ভাষা আরবি এবং জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবি। (মুসতাদরাকে হাকিম)

সুতরাং আরবি ভাষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা তুলে ধরার মাধ্যমে এ ভাষার প্রতি ভালবাসা তৈরি করতে হবে। তদুপরি ভাষাশিক্ষার আধুনিক, আকর্ষণীয় ও সহজতম পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মন থেকে আরবিভীতি দুর করতে হবে।

খ. আরবি ভাষা শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করা : শিশুরা সাধারণত দুই বছর বয়স থেকে ছয় বছর বয়সের মধ্যে মাতৃভাষা রপ্ত করে ফেলে। যদি এ সময় তাকে বিশুদ্ধ ভাষার পরিবেশ দেওয়া হয় তবে সে সহজেই বিশুদ্ধ ভাষা শেখে। রাসুল (সা.)-এর শৈশবের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়টি কেটেছিল তায়েফের বনু সাদ গোত্রের হালিমার ঘরে।

একাদশ শতাব্দীর বিশিষ্ট আরবি ভাষাতাত্ত্বিক সালবি বলেন, ‘আরবের মধ্যে বনু সাদ গোত্রের ভাষা ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।’ পাশাপাশি সহজ-সরল, প্রকৃতিঘনিষ্ঠ ও মূল্যবোধসম্পন্ন উন্নত গ্রামীণ জীবনশৈলীর জন্যও এই গোত্রটি প্রসিদ্ধ ছিল। (আবুল হাসান আলী নদভী, আস সিরাতুন নববিয়্যাহ)

বিশুদ্ধ ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বনু সাদ গোত্রের পরিবেশের প্রভাব স্বীকার করে রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী। কেননা আমি জন্মেছি কুরাইশ বংশে আর আমার শৈশব কেটেছে বনু সাদ বিন বকর গোত্রে। (ইমাম বাগাভি, শরহুস সুন্নাহ)

অন্য এক বর্ণনায় রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমি নবী; এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, কুরাইশ আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি শৈশব কাটিয়েছি বনু সাদ বিন বকর গোত্রে, আমার ভাষায় ভুল হবে কিভাবে!’ (তাবরানি, আল মুজামুল কবির)।

সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। মাতৃভাষার মতো যে কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতিই সবচেয়ে বেশী কার্যকর। মানসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান, যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাপোকরণের সমস্বয়েই একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়। আমাদেরকে আরবি ব্যাকরণভিত্তিক পদ্ধতি ছেড়ে পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বতস্ফুর্তভাবে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

গ. আরবি কবিতাচর্চা: যেকোনো ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভাষার বিখ্যাত লেখকদের সাহিত্য পড়া, চর্চা করা ও মুখস্থ করার গুরুত্ব অপরিসীম। রাসুল (সা.)-এর পবিত্র সিরাতে এ বিষয়ে চমৎকার নির্দেশনা পাওয়া যায়। যদিও পরবর্তী আরবি সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতারা জাহেলি ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের কিছু বক্তৃতা, লোকমুখে প্রচলিত কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও ওসিয়তনামাকে প্রাচীন আরবি গদ্যের নমুনা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তবে কবিতাই যে তৎকালীন আরবি সাহিত্যের প্রধানতম বাহন ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তাই কবিতাকে আরব সমাজের দর্পন বলা হয়। সে সময় আরবি সাহিত্য বলতে শুধু কবিতাকেই বোঝানো হতো। কোরআনের ভাষা বোঝার জন্য আরবি কবিতা শেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রাসুল (সা.) বলেন, 'যদি তোমাদের কাছে কোরআনের কিছু (শব্দের অর্থ) অস্পষ্ট মনে হয়ে তবে তা কবিতায় অনুসন্ধান কোরো। কেননা কবিতা আরবদের (ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ভাষা সংস্কৃতির) দিওয়ান বা আকরগ্রন্থ।' (মুসতাদরাক হাকিম)

রাসুল (সা.) নিজে কবিতা চর্চা না করলেও সাহাবিদের মধ্যে যারা কবিতা চর্চা করতেন তাদের উৎসাহিত করতেন এবং সেই সময়ের বিখ্যাত কবিদের কবিতার শ্লোক আবৃতি করতেন। শামায়েলে তিরমিজিতে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) বলেন, 'আরব কবিদের বলা সবচেয়ে সুন্দর কবিতা হচ্ছে কবি লবিদের এ পংক্তিটি 'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই মিথ্যা ও বাতিল, সৃষ্টিজগতের সবকিছুই নি:সন্দেহে হবে বিলীন।'।

একবার রাসুল (সা.) এর এক আঙ্গুল মোবারকে আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরছিলো, তখন তিনি একটি আরবি কবিতার এ শ্লোকটি আবৃত্তি করেন- 'তুমি তো একটি আঙ্গুলমাত্র,

রক্তাক্ত হয়েছো, তুমি যে আঘাত পেয়েছো তা তো আল্লাহ পথেই’ (শামায়েলে তিরমিজি)।

একবার এক বেদুইনের অলঙ্কারপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে রাসুল (সা.) বলেন, ‘কিছু কথায় যাদু আছে, কিছু কবিতায় আছে প্রজ্ঞা।’

এ ছাড়াও রাসুল (সা.) এর মজলিশে অনেক সাহাবী কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। অনেককে পুরষ্কৃত করতেন। অনেককে উৎসাহিত করতেন। হযরত হাসসান বিন সাবিত (রা.) কে ‘রাসুলের কবি’ বলা হতো। তিনি তার শাণিত কবিতার মাধ্যমে কাফেরদের তীর্যক কথামালা ও ব্যাঙ্গাত্নক কবিতার উপযুক্ত জবাব দিতেন। রাসুল (সা.) তাকে উৎসাহ দিয়ে বলতেন,‘তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের কথার জবাব দাও। হে আল্লাহ! তুমি তাকে জিবরাইলের মাধ্যমে সাহায্য কর’ (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

একবার এক বেদুইনের অলংকারপূর্ণ কথায় মুগ্ধ হয়ে রাসুল (সা.) বলেন, ‘কিছু কথায় জাদু আছে, কিছু কবিতায় আছে প্রজ্ঞা।

ঘ. বিশুদ্ধ আরবি ভাষাচর্চায় মনোযোগী হওয়া: রাসুল (সা.) বলেন, ‘আমি আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী, কুরাইশ আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমি শৈশব কাটিয়েছি বনু সাদ বিন বকর গোত্রে, আমার ভাষায় ভুল হবে কিভাবে!’ (তাবরানি, আল মুজামুল কাবির)

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় রাসুল (সা.) ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতি কতটা যত্নশীল ছিলেন। এ ছাড়া ‘মুসনাদুশ শিহাব’ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, রাসুল (সা.) তাঁর চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিবের বিশুদ্ধ ভাষার প্রশংসা করে বলেছিলেন, ‘পুরুষের সৌন্দর্য হচ্ছে তার ভাষার বিশুদ্ধতা।’

বিশুদ্ধ আরবি ভাষা শিক্ষার জন্যই আরবি ব্যাকরণশাস্ত্র তথা নাহু ও সরফের উৎপত্তি হয়েছিল। আরবি ভাষার সৌন্দর্যচর্চার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল আরবি অলংকারশাস্ত্র বা

ইলমুল বালাগাহ। সুতরাং আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতার চর্চাও রাসুল (সা.)-এর অন্যতম শিক্ষা।([3])

আরবি ভাষার অনন্য বৈশিষ্ট্য

ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি ভাষাবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক দিক থেকে আরবি ভাষার একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস ও অনন্য মর্যাদা আছে। ১৯৭৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ সভার ২৮তম অধিবেশনে ৩১৯০ নম্বর সিদ্ধান্তে আরবিকে ষষ্ঠ দাপ্তরিক ভাষারূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত ইউনেসকোর ১৯০তম অধিবেশনে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে ১৮ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক আরবি ভাষা দিবস পালন করা হয়।

সাহিত্য ও শৈল্পিক বিচারে আরবি ভাষা বিশুদ্ধ, ব্যাপক অর্থবোধক, অলংকারসমৃদ্ধ ও সুবিন্যস্ত এক ভাষা। এই ভাষায় অনন্য ও অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। নিচে এ ভাষার কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ও নান্দনিক দিক নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. ইরাব বা স্বরচিহ্ন

বাক্যে প্রতি শব্দের শেষ হরফের স্বরচিহ্ন হলো ইরাব। এ স্বরচিহ্ন পরিবর্তনশীল।

অবস্থার পরিবর্তনভেদে একটি শব্দের শেষ হরফ পেশ বা জবর বা জের বা সুকুন গ্রহণ করতে পারে, যেমন শব্দটি কর্তা (ফায়িল) হলে পেশ গ্রহণ করে, কর্ম (মফউল) হলে জবর গ্রহণ করে ইত্যাদি। পৃথিবীতে এ ধরনের স্বরচিহ্ন বর্তমানে আরবি ছাড়া হাবশি ও জার্মান ভাষায় কিছুটা আছে। স্বরচিহ্ন প্রাচীন সভ্যতার একটি নিদর্শন।

২. শব্দপ্রাচুর্য

([3])https://www.kalerkantho.com/online/muslim-world/2021/12/18/1102463

শব্দের প্রাচুর্যে এ ভাষা অতি সমৃদ্ধ ও সুন্দর।

বর্ণনা ও প্রকাশভঙ্গি অতি সূক্ষ্ম। প্রতিটি অর্থ প্রকাশার্থে ভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ দিনের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা শব্দ আছে। তেমনি চন্দ্র মাসের প্রতিটি রাতের জন্য, মাথার চুলের ও চোখের প্রতিটি অংশের জন্য, দাঁতের জন্য, দেখার, চলার, বসার, শোয়ার প্রতিটি ভঙ্গির জন্য ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আছে। এ ভাষায় একটি মাত্র ক্রিয়া দ্বারা অনেক অর্থের প্রকাশ সম্ভব।

অন্য ভাষায় এসব অর্থ প্রকাশের জন্য কয়েকটি ক্রিয়ার প্রয়োজন হতে পারে।

৩. সর্বমর্মী বচন

এ ভাষায় অল্প কথায় বা বাক্যে অনেক অর্থ প্রকাশ করা যায়। শব্দ বা উচ্চারণের দিক থেকে অল্প, কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক তাকেই সর্বমর্মী বচন বলা হয়। পবিত্র কোরআন-হাদিস ও আরবি সাহিত্যে সর্বমর্মী বচনের অনেক দৃষ্টান্ত মেলে।

৪. সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের আধিক্য

সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দের অত্যধিক সমাবেশ এই ভাষায় পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বছরের জন্য ২৪, আলোর জন্য ২১, অন্ধকারের জন্য ৫২, সূর্যের জন্য ২৯, বৃষ্টির জন্য ৬৪, পানির জন্য ১৭০, উটের জন্য ২৫৫, সিংহের জন্য ৩৫০টি শব্দ আছে। এমন শত-সহস্র শব্দে আরবি সমৃদ্ধ হয়ে আছে। বিপরীতার্থক শব্দেরও কমতি নেই এই ভাষায়।

৫. শব্দের অর্থের আধিক্য

একটি শব্দের বহু অর্থ হয়, এমন সব শব্দ আরবিতে অধিক হারে পাওয়া যায়। এমন শত শত শব্দ আছে, যাদের তিন, চার অথবা পাঁচটি অর্থ আছে।

৬. আওয়াজের অনুকরণে শব্দ

পাখির সুমিষ্ট স্বর ও জীবজন্তুর নানা আওয়াজের অনুকরণে আরবি ভাষায় বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। যেমন বৃষ্টি বর্ষণের রিমঝিম, মেঘ গর্জনের গুরগুর, স্রোতের কলকল ধ্বনি ইত্যাদির জন্য তাদের ভাষায় বহু শব্দ আছে। হমহমা, করকরা, বরবরা, জরজরা ইত্যাদি শব্দ উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যায়।

৭. প্রবাদ বাক্য

প্রবাদ বাক্যের জন্য আরবি বিখ্যাত। তাদের অভিজ্ঞতার ফলে এসব প্রবাদ বাক্য সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে হিকমাতুল আরব অর্থাৎ আরবদের প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করা হয়। আরবে ভালো কবিদের অনেক কবিতা প্রবাদ বাক্য হিসেবে সবার মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে যেত।[4]

([4])https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2023/12/21/1347659

আরবী ভাষা কুরআন বুঝার চাবিকাঠি

যখন আমরা কুরআন মাজীদের একটি ভাল অনুবাদ গ্রন্থ খুলি, তখন আমরা সবাই স্পর্শ অনুভব করি। আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি এবং এর অন্তর্ভুক্ত শব্দ ও মর্মার্থের সৌন্দর্যতে বিস্মিত হই। কিন্তু বাস্তবিকভাবে কুরআন যে একটি প্রকৃত মূল্যবান সম্পদ তা আমরা শুধুমাত্র এক ঝলকে দেখতে পাই।

কল্পনা করুন, আপনি কেমন অনুভব করবেন যদি আপনি আল্লাহর বাণী যেভাবে নাযিল হয়েছে ঠিক ঐভাবে বুঝতে পারতেন এবং ইংরেজী অনুবাদের উপর নির্ভর না করতেন? সেই কার্যকারিতা হবে সত্যিই অদ্ভূত! কুরআন আল্লাহর বাণী। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দার নিকট সরাসরি বার্তা। আল্লাহ তাঁর বার্তার ভাষা হিসাবে আরবী ভাষাকে পসন্দ করেছেন। সত্যিকারার্থে মহান আল্লাহর বার্তাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হ'লে অবশ্যই এর ভাষাকে বুঝতে হবে। আল্লাহ বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ -

'আমরা উহা নাযিল করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসূফ ১২/২)*। তিনি আরো বলেন,

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا

'এইভাবে আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায়, যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কা ও তার চতুর্দিকের জনগণকে এবং সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে' *(শূরা ৪২/৭)*।

আরবী ভাষা ও কুরআনের বাণীকে কখনও আলাদা করা যাবে না। যুগ যুগ ধরে অনুবাদকগণ কুরআনের অর্থের সৌন্দর্যকে অমুসলিমদের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আর এটাকে 'কুরআনের অর্থের অনুবাদ' বলা হয়, এই বিষয়টির উপর জোর দিয়ে যে, কুরআনের সরাসরি অনুবাদ করা সম্ভব নয়। কারণ শব্দের ও অর্থের কার্যকারিতা ও অত্যুৎকৃষ্ট এত গভীরভাবে আরবী ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত যে, তা ইংরেজী বা অন্য যে কোন ভাষায় হারিয়ে যেতে পারে। এমনকি কুরআনের কাব্যিক সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে হ'লেও আরবীতে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

স্মরণ করুন, কুরআনের ভাষা এতটাই অদ্বিতীয় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে আরবে যারা কাব্যে ও বাকপটুতায় বা অলংকার শাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন, তাদের সর্বাধিক অলংকারিক কবিতার সাথেও একে তুলনা করা যেত না। অনেকেই ইসলামের পথে এসেছিলেন এটা উপলব্ধি করে যে, কুরআন এমনই সর্বোৎকৃষ্ট যে, এটি কোন মানব কবির সৃষ্টি হ'তে পারে না। অধিকন্তু এটা শুধুমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। কুরআনের অলৌকিকতার অন্যতম হচ্ছে এর ভাষা। মহান আল্লাহ মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন,

وَإِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوْا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ-

'আর আমরা আমাদের বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি, সে বিষয়ে যদি তোমরা সন্দেহে পতিত হও, তাহ'লে অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে এসো। আর (একাজে) আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যত সহযোগী আছে, সবাইকে ডাকো, যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও' *(বাক্বারাহ ২/২৩)*।

আরবী ভাষা সংরক্ষণ :

সাধারণত ভাষার ক্রমবিকাশ ঘটে। শেক্সপিয়রের রচনা শৈলীর ইংরেজী এবং আধুনিক ইংরেজীর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার দিকে শুধু দৃষ্টিপাত করুন। বিভিন্নভাবেই এই দু'টা আলাদা ভাষা বলে মনে হবে এবং শেক্সপিয়রের যুগের ইংল্যান্ডের একজন মানুষ ও আধুনিক যুগের একজন মানুষ একে অপরের সাথে আলাপ করতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হবে। কিন্তু এই আরবী ভাষা শুধুমাত্র একটি ভাষা নয়। এই কারণে ছাহাবীগণ ও প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ ক্লাসিক আরবী ভাষাকে সংরক্ষণ করার জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করেছিলেন। আলী (রাঃ) আরবদের প্রাদেশিক ভাষায় সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন এবং আরবী ব্যাকরণ বিধিকে সার্বজনীন কাঠামোতে লিপিবদ্ধ করার আদেশ করেছিলেন। তিনি জানতেন যে, আরবী ভাষার সংরক্ষণ হ'ল স্বয়ং ইসলামকে সংরক্ষণেরই অংশ।

আরবী ভাষা মুসলিম দেশগুলোর মধ্য সমন্বয় সাধন করেছিল। কারণ যারা সাদরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের দেশে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল। এজন্য দেখা যায় যে, যে মুসলিম সমাজগুলো আরবীতে অজ্ঞ তারা সাধারণত ইসলাম সম্পর্কে

ওয়াকিফহাল কম। এই অজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে তাদেরকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করার ক্ষেত্রে অধিক বিপথগামী করেছে।

ইসলামের শত্রুরা এটা জেনে মুসলমানদের আরবী ভাষা ও কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছে। আলজেরিয়া যখন ফ্রান্সের অধীনে ছিল তখন ফ্রান্সের সরকারকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, 'আমরা ততদিন পর্যন্ত আলজেরিয়া বশীভূত করতে পারব না যতদিন পর্যন্ত তারা কুরআন পাঠ করবে এবং আরবী ভাষায় কথা বলবে। তাই আমাদেরকে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে আরবী কুরআন সরিয়ে ফেলতে হবে এবং তাদের মুখ থেকে আরবী ভাষা কেড়ে নিতে হবে'।

তুর্কীর ধর্মনিরপেক্ষ নেতা কামাল আতাতুর্ক, যিনি ইসলামী খিলাফতের বিলুপ্তি সাধন করেছিলেন, দুর্ভাগ্যবশতই এটা করেছিলেন। তিনি আদেশ করেছিলেন যে, কুরআন তুর্কী ভাষায় পাঠ করতে হবে, এমনকি ছালাতেও। আর যেসব তুর্কী ভাষা আরবীতে লিখা হ'ত, তা ল্যাটিন ভাষায় পরিবর্তন করেছিলেন।

আজকে আপনি দেখবেন যে, যদিও আরবে দুর্ভাগ্যক্রমে সারা বিশ্বের ন্যায় বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার রয়েছে, কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ক্লাসিক আরবী শিক্ষা দেয় এবং প্রতিটি সংবাদপত্র ও বইয়ের লিখার মানদন্ড হ'ল ক্লাসিক আরবী। তাই এটা আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষিত হয়েছে। যেমনভাবে তিনি কুরআনে প্রতিজ্ঞা করেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

'নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি, আমরাই এর হেফাযতকারী' *(হিজর ১৫/৯)*।

আমাদের সকলের জন্য একটি পূর্ববর্তিতা :

বিদ্বানগণ আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য উম্মাহকে উৎসাহিত করেছেন। যেমন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন,

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ مَا بَلَغَهُ جُهْدُهُ فِي أَدَاءِ فَرْضِهِ كَمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالْأَذْكَارَ

'ছালাত ও দো'আ-দরূদসমূহ শেখার ন্যায় প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সাধ্যনুযায়ী আরবী ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক, যাতে সে ফরয সমূহ যথাযথভাবে আদায় করতে পারে' *(মাওয়ার্দী, আল-হাবী ফী ফিকহিশ শাফেঈ ১৬/১২০)*।

৮ম শতাব্দীর বিখ্যাত পন্ডিত শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলতে গিয়ে এতটাই বলেছেন যে, اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب 'আরবী ভাষা স্বয়ং দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত এবং তা শেখা অতীব যরূরী' *(ইকতিযাউছ ছিরাতিল মুস্তাকীম, পৃঃ ২০৭)*।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা শুধুমাত্র অনুবাদের উপর নির্ভর করে স্বস্তিবোধ করছি এবং আমাদের সব সময় ও প্রচেষ্টা অন্যান্য জিনিস (এমনকি অন্যান্য ভাষা) শেখার ক্ষেত্রে ব্যয় করছি, যা পরকালে আমাদের কোন উপকারে আসবে না। কুরআনের ভাষা যে খুবই সুগম এবং এটা পড়া ও বুঝা যে আমাদের সকলের কর্তব্য অথবা দায়িত্ব তা ভুলে গেছি।

যদি আপনি জানতেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্য ব্যক্তিগতভাবে একটি চিঠি এসেছিল, তাহ'লে আপনি কি এটা প্রকৃত রূপে বুঝতে চাইতেন না? এ ব্যাপারে ভেবে দেখুন। আমাদের কাছে মানবজাতির শেষ প্রত্যাদেশ রয়েছে, আমাদের রব ও মালিকের পক্ষ থেকে একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম, যা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং সত্তরোর্ধ্ব বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমরা এটার উপর যথাসাধ্য মনোযোগ দেই না। আমাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন দিয়ে সম্মানিত করেছেন এবং আমাদের জন্য সবচেয়ে উন্নত ভাষা নির্বাচন করেছেন। আর আরবী ভাষায় মনোযোগ দেওয়া হ'ল আল্লাহর কিতাবে মনোযোগ দেওয়া। তাই অগ্রাধিকার দিয়ে এটা শিক্ষা করা উচিত।

আমি স্মরণ করি সে সময়ে কথা, যখন আমি প্রথম আরবী ভাষা শেখার কাজে নিযুক্ত হই, তখন ছালাতে আল্লাহর বাণীর মিষ্টতার যে স্বাদ তা অনুভব করি। আমি শুধু কুরআনের একই আয়াত বার বার পড়ছিলাম এবং শব্দের স্বাদ নিচ্ছিলাম এবং হৃদয়ে এক গভীর আবেগ অনুভব করছিলাম, যা ইতিপূর্বে আমি কখনও অনুভব করিনি। যদিও একই আয়াত আরবী শেখার আগে বহুবার পড়েছি। তখন এমন মনে হয়েছিল যে, এটা আমার জন্য একটি দ্বীপ জ্বালিয়ে দিল এবং হঠাৎ করে আমি ঘরের একটি নতুন অংশ আবিষ্কার করলাম। যে ঘরটাতে আমি বছরের পর বছর ধরে বসবাস করেছি। আরবী শেখার একটি নির্দিষ্ট উপকারিতা হ'ল এটা ছালাতে খুশূ বা আত্মজ্ঞানে সাহায্য করে এবং আমাদের সকল ধর্মীয় কর্মকান্ডকে উন্নত করতে সহায়তা করে।

আরবী শেখার ক্ষেত্রে কিছু ব্যবহারিক পদক্ষেপ :

সকল শিক্ষামূলক সহায়ক বস্তু এবং তথ্যের সহজদ্বার যা আমাদের আছে, আরবী ভাষা শিক্ষা বলতে অপরিহার্যভাবে দূরবর্তী দেশে দুষ্কর অভিযানে যাওয়াকে বুঝায় না, যেমনটি একসময় বুঝানো হ'ত। নিয়মানুবর্তিতা এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার নিজস্ব সময়ে অধ্যয়ন করতে পারে। এখানে কিছু টিপস দেওয়া হ'ল যা আপনাকে সাহায্য করবে।

১. দো'আ করুন : সবকিছু নিয়ে যেহেতু আমরা কাজ এগিয়ে নিতে চাচ্ছি, আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করা উচিত, যাতে আমাদের শিক্ষা সহজ হয়। আমাদের নিয়ত বিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করা উচিত, যাতে সত্যিই কুরআন ও দ্বীন অধিকতর ভালভাবে বুঝার জন্য আরবী শিখতে পারি।

২. নিয়মানুবর্তী হোন : প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে অন্ততঃ দু'বার আরবী শেখার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে রাখুন এবং এটার সাথে লেগে থাকুন। মনে রাখবেন, এক মাসে একবার ঘণ্টাখানে পড়ার চেয়ে প্রতিদিন অল্প পড়া অধিক ভালো।

৩. আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে ভালভাবে জানুন : যে কোন ভাষায় দক্ষ হ'তে হ'লে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে যাওয়া হ'ল সবচেয়ে ভাল উপায়। পড়া ও শেখার মূল পদ্ধতিগুলোকে উন্নত করার ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা আরবী শেখার প্রথম ধাপ, যদিও এটা পুনরাবৃত্তিমূলক হয়। এরপর আপনি সুদৃঢ় ভিত্তি গঠন করতে পারবেন।

৪. ভাল অভিধান ও আরবী বইয়ের জন্য বিনিয়োগ করুন : হ্যান্স ওয়ের বা আল-মাওরিদ একটি অভিধান, যা অধিকাংশ মুসলিম দোকানগুলোতে, এমনকি ইন্টারনেটেও সহজলভ্য। আরবী শব্দ সাধারণত তিনটি বর্ণমূলের অধীনে বিন্যস্ত। প্রায়ই শব্দ খুঁজে বের করুন এবং নিজের ব্যক্তিগত অভিধান রচনা করুন। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বই অথবা 'কিতাবুল আসাসী' বইয়ের মাধ্যমে আপনি কাজ শুরু করতে পারেন।

৫. একটি গ্রীষ্মকালীন কোর্সে নিবন্ধন করুন :

প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে কিছু কোর্স রয়েছে, এগুলো আপনার পড়াশোনার ব্যাপারে বিশাল সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। এগুলো বেশ প্রগাঢ় হ'তে পারে। তাই বার বার পাঠ করতে থাকুন ও স্মরণ করুন এবং আপনার পড়াশোনা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যান।

৬. আপনার পূর্ণ মেয়াদী ডিগ্রী হিসাবে আরবী অধ্যয়ন করুন :

যদি আপনি একটি ডিগ্রী নিতে চান, তাহ'লে আরবীতে ডিগ্রী অথবা ডিগ্রীর অংশ হিসাবে আরবী ভাষা নেওয়া, কেন নয়?

৭. আরবের কোন বন্ধু বা শিক্ষকের অধীনে পড়ুন : একজন ভাল শিক্ষকের গুরুত্ব যে কতটা তা জোর না দিয়ে বলা যায় না। যদিও নিজের প্রচুর পড়াশোনা এর সাথে জড়িত। একজন আরবী জানা বন্ধু অথবা আরবের একজন ভাই বা বোনের কাছে প্রতিদিনের দিকনির্দেশনার জন্য যেতে পারেন, তা খুবই মূল্যবান হবে। এমনকি আপনি আপনার আরবী বইগুলো নিয়েও তাদের কাছে যাওয়া শুরু করতে পারবেন।

৮. স্থানীয়ভাবে একটি ক্লাসের ব্যবস্থা করুন :

আপনার এলাকার আরবী শিখতে আগ্রহী মুসলিম ভাইয়েরা একত্রিত হ'তে পারেন এবং স্থানীয় মসজিদ বা আপনাদের কারো বাড়িতে আরবী শিখানোর জন্য একজন শিক্ষক নিযুক্ত করুন। বন্ধুদের সাথে পড়াশোনা করা অনুপ্রাণিত থাকার একটি ভাল উপায়।

৯. কোন একটি আরবী দেশে অধ্যয়ন করুন :

আরব দেশগুলোতে বিভিন্ন ধরনের ভাল কোর্স পরিচালিত হচ্ছে, যেমন মিসরে। যা সত্যিকারার্থে আপনার শিক্ষার গতি বাড়াবে এবং আপনাকে একটি খুব সুন্দর অভিজ্ঞতা উপহার দিবে। লোকজন দেখেছে যে, বাড়িতে এক বছর বা তার চাইতে অধিক সময় পড়ার চাইতে আরবের একটি দেশে কয়েক মাস পড়াশোনা করা অধিক ফলপ্রসু হ'তে পারে। আপনি যখন দেশে ফিরে আসবেন, তখনও পড়াশোনা চালিয়ে যাবেন বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হৌন!

১০. যতটা সম্ভব নিজে নিজে আরবী প্রকাশ করুন :

আপনি আরবী লেকচার টেপগুলো শুনতে পারেন, মুসলিম দেশগুলোতে ভ্রমণ করতে পারেন। প্রতিদিন কিছু আরবী পড়তে পারেন এবং যখন আপনি আরো দক্ষ হবেন তখন একটি আরবী সংবাদপত্র রাখতে পারেন।

১১. যখনি পারবেন আরবীতে কথা বলুন :

বাক্য ভুল করার লজ্জা আরবীতে কথা বলার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধাগুলোর মধ্যে একটি এবং তাতে আদৌ কথা বলা যায় না। আপনাকে অবশ্যই তা কাটিয়ে উঠতে হবে। আর যখনি পারবেন, তখন আপনি যা জানেন তা ব্যবহার করুন। এভাবেই আপনি উৎকর্ষ সাধন করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আপনি আরবের কিছু ভাই বা বোনদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, যারা শুধু আরবীতে কথা বলে। এই প্রক্রিয়ায় আপনি যা জানেন তা বলতে বাধ্য হবেন এবং তারা খুশি হবে যে, আপনি চেষ্টা করছেন।

১২. আপনার জ্ঞানকে কুরআন এবং অন্যান্য ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করুন : ভুলে যাবেন না যে, আপনার উদ্দেশ্য হ'ল কুরআনের যা পাঠ করেন, বিশেষ করে ছালাতে এবং অন্যান্য যিকির-আযকারে তা বুঝা। আরবী শব্দ চিনতে চেষ্টা করুন, যখন তা কুরআনে পাবেন। কুরআন বুঝতে আপনার জ্ঞান প্রয়োগ করুন। গভীরভাবে চিন্তা করুন এবং ছালাতে শব্দের উপর মনোযোগ দিন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআনের ভাষায় দক্ষ হ'তে এবং এটা সমগ্র উম্মাহর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করুন- আমীন!([5])

([5]) https://at-tahreek.com/

যে দশটি কারণে মুসলিমদের আরবি ভাষা শেখা উচিত

১। সর্বশক্তিমান এবং মহাবিজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর পূর্ব,বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত ভাষাগুলো থেকে আরবিকে একচ্ছত্রভাবে বেছে নিয়েছেন সৃষ্টিজগতের কাছে তার বাণী পৌছানোর মাধ্যম হিসেবে। এই একটি সত্যই মুসলিমদের আরবি শেখার কারণ হিসেবে যথেষ্ট। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই অন্য কোনো একটি ভাষায়ই শুধু নয় বরং অন্য সমস্ত ভাষাতেই কুরআন নাযিল করতে পারতেন। কিন্তু তিনি নিজের পবিত্র কুরআনে বলেন,"নিশ্চই আমি একে আরবি ভাষায় নাযিল করেছি যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।" এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে আরবির কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা একে পৃথিবীর অন্যান্য ভাষার উপরে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। আর আল্লাহ তা'আলার সূক্ষ রহস্যগুলো এমনভাবে প্রচার করে যা অন্যান্য ভাষার দ্বারা সম্ভব নয়। উপরন্তু আল্লাহ নিজেই আরবিকে এসব অনন্য বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং অন্যান্য ভাষার উপরে একে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

২। আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টিজগতের সৃষ্টিকর্তা। আর মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন আল্লাহর সর্বোত্তম সৃষ্টি। তাহলে প্রতিটি মুসলিমেরই কি উচিত নয় আরবি ভাষা শিক্ষা করা যেন সে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বাণী উপলব্ধি করতে পারে? এই কুরআন যদিও এই পৃথিবীতে বিদ্যমান, কিন্তু এর উৎপত্তি এই পৃথিবীতে হয়নি। বরং এটি সমস্ত সৃষ্টিজগতের রব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। মহান আল্লাহ নিজেই বলেন, "নিশ্চই এটি(আল-কুরআন) সেই সত্ত্বার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ যিনি মহা জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।" তাহলে এটি কিভাবে হতে পারে যে একজন মুসলিম এই দুনিয়াতে অনেককিছু করার সময় পায় অথচ সে আল্লাহর পবিত্র কিতাব এবং তার রাসূলের(সাঃ) সুন্নাহ যেই ভাষায় এসেছে তা শেখার সময় পায়না? আমাদের মধ্যে অনেকেই সময়, শ্রম এবং অর্থ ব্যয় করে দুনিয়াবি অনেক বিষয়াদি শেখে। অথচ সেই তুলনায় আখিরাতের বিষয়গুলো শেখার জন্য কোনো সময়ই ব্যয় করেনা। আমরা যদি সত্যকার অর্থেই আল্লাহ এবং তার রাসূলের(সাঃ) পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হই তবে আমাদের এক সেকেন্ডও দেরি করা উচিত নয় আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসূলের(সাঃ) এর সুন্নাহর ভাষা শেখায় মনোনিবাস করায়।

কুরআন এবং সুন্নাহ কতো মূল্যবান সম্পদে পরিপূর্ন। অথচ আমাদের অধিকাংশই দরিদ্র এবং বঞ্চিত থাকাকেই বেছে নেয়।

৩। কুরআন অন্যান্য সমস্ত বস্তু থেকে অনন্য এবং শ্রেষ্ঠ। অনেক আলেমই এর কারণ হিসেবে এর ভাষাকেই গণ্য করতেন। এমনকি আরবি অলঙ্কারশাস্ত্র গড়েই উঠেছে কুরআনের বিশেষ বিশেষ দিকগুলো আলোচনার উদ্দেশ্যে। এই শাস্ত্র নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করে যে কুরআন বাগ্মীতা ও অলঙ্কারবিদ্যার সর্বোচ্চ চূড়ার প্রতিচ্ছবি বহন করে। এটি রচনাশৈলীর দিক থেকে অতুলনীয় এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবে কুরআনের এই রচনাশৈলীর সমাদর করার জন্য আগে থেকেই জানা দরকার আরবি ভাষার জ্ঞান। তাই যারা আরবি ভাষা শেখেনি তারা চিরকাল কুরআনের রচনাশৈলী ও সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হবে।

৪। আরবি ভাষায় বর্ণিত কুরআন এবং সুন্নাহ বাদেও ইসলামের অনেক সমৃদ্ধ সম্পদ রয়েছে। এই সম্পদগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলো থেকে এসেছে। আরবি ভাষা না জানার কারণে আমরা নিজেদেরকে ১৪০০ বছরের ইসলামি জ্ঞান-গরিমা থেকে বঞ্চিত করছি। এই জ্ঞানের সমটুকুই ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর উপকারে এসেছে। ইসলামি মূলনীতিগুলো রক্ষা এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে বহু জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখা গড়ে উঠেছে। আর তা হয়েছে ইসলামের প্রচার প্রসারের পরপরই। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাগুলো আজও পৃথিবীর বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে এবং মজলিসে পড়ানো হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে ইসলামের ঐতিহ্য আরো প্রচার-প্রসার হচ্ছে। পূর্ববর্তী আলেমদের অবদান না থাকলে আমরা ইসলামকে এখন যেভাবে পেয়েছি সেভাবে পেতাম না। আল্লাহ যেন তাদেরকে অগণিত পুরস্কার দান করেন, ইসলাম এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাদের অবদানের প্রতিদানস্বরূপ।

৫। ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছু শাখা সুনির্দিষ্টভাবে আরবি ভাষাতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে কিছু কিছু বিষয় ভাষাগত। এই বিষয়গুলো বুঝতে হলে আরবি ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে বিষদ জ্ঞান থাকতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই শাখাগুলোর মধ্যে রয়েছে তাফসিরশাস্ত্র, হাদিসশাস্ত্র, ফিকহশাস্ত্র,আকিদাশাস্ত্র। এর কারণ হলো ইসলামের প্রধান দুটি উৎস হলো কুরআন এবং সুন্নাহ এবং উভয়ের ভাষা আরবি। তাই এদের বাণীকে উদঘাটন করতে হলে, বিশেষভাবে কুরআনের সূক্ষ ভাষাগত

অলঙ্কারের মর্ম বুঝতে হলে একজনকে অবশ্যই আরবি ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে যা এই কাজকে সম্ভবপর করবে। কারণ তাফসির কুরআনের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাদিসশাস্ত্র বস্তুত রাসুল(সাঃ) এর হাদিসের ব্যাখা-বিশ্লেষণ। ফিকহশাস্ত্র তেমনিভাবে কুরআন এবং সুন্নাহে বর্ণিত বিভিন্ন বিধি-বিধান ও আইন কানুনের বর্ণনা। আকিদাহ হলো কুরআন এবং সুন্নাহে বর্ণিত বিশ্বাসমালার সমষ্টি। উপরের উল্লিখিত উদাহরণগুলো থেকে সুস্পষ্ট যে এই প্রতিটি শাখা-প্রশাখা কুরআনের ভাষারই বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। এবং ইসলামের বিভিন্ন শাখার আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য পাওয়াও বিরল ঘটনা নয়। কারণ একেকজন একেকভাবে একটি আয়াত বা হাদিসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তিনি নিজে যেভাবে আয়াতটির অর্থ ও ব্যাখা বুঝেছেন সেভাবে।

৬। উমার(রাঃ) বলেন, “সুন্নাহ এবং আরবি ভাষা শিখো। কুরআন আরবি ভাষাতেই শিখো কারণ এর ভাষা আরবি।”

তিনি আরো বলেন, “আরবি শিখো কারণ এটি তোমাদের দ্বীনের অংশ। এবং শিখে নাও কিভাবে বিগত লোকদের সম্পদ(ফরয কাজগুলো) বন্টন করতে হয়। কারণ এগুলো তোমাদের দ্বীনের অংশ।”

ইমাম শাফেয়ি সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে তিনি ২০ বছর যাবত আরবি ভাষা শিখেন(সবচেয়ে বিশুদ্ধ উৎসগুলো থেকে) যাতে তিনি কুরআন বুঝতে পারেন।

কিছু কিছু আলেম উল্লেখ করেন যে আরবি ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। এই বিধানের কারণ হলো কুরআন এবং সুন্নাহর জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয। আর যেহেতু আরবি ছাড়া সেই জ্ঞানার্জন সম্ভব নয় সেহেতু আরবি শিখাও বাধ্যতামূলক।

আল আইমুই বলেনঃ

“ইলমের ছাত্রদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে ভয় করি যেই বিষয়ে তা হলো তারা সেই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে না জেনে হাদিসে উল্লিখিত সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে

যাদের সম্পর্কে রাসূল(সাঃ) বলেন, "যে কেউ আমার সম্পর্কে মিথ্যা কথা ছড়ায় সে যে তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" যেহেতু আল্লাহর রাসূল(সাঃ) ব্যাকরণগত ভুল করতেন না সেহেতু তুমি তার কাছ থেকে যা কিছু বর্ণনা করবে তাতে যদি ব্যাকরণগত ভুল থাকে তাহলে তুমি তার নামে মিথ্যারোপ করলে।"

৭। আরবি ভাষার জ্ঞান একজন ব্যক্তির নিষ্ঠা এবং ইবাদতকে অনেক বেশি অর্থবহুল করে তোলে বিশেষভাবে সালাত আদায়ের সময়, কুরআন তিলাওয়াত বা শোনার সময়, খুতবা শোনার সময়, দুআ করার সময়সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে। সংক্ষেপে বলা যায় যে আরবি ভাষা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং আমাদের মাঝে কোনো আয়োজক বা তরজমাকারীর প্রয়োজনকে নাকোচ করে দেয়। অন্যভাবে বলা যায় আরবি ভাষার জ্ঞান আমাদেরকে সরসরি কুরআন এবং সুন্নাহ শোনা ও বোঝার ব্যবস্থা করে দেয়।

উপরন্তু কুরআন শুধুমাত্র এর অর্থগত অনুবাদের নাম নয়। বরং এটি প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা শব্দের অর্থের সমষ্টি হিসেবে বিবেচ্য। এর অর্থ হলো, একটি অনুবাদ কুরআনের আসল অর্থের যতই কাছাকাছি হোকনা কেনো, সেটি কখনোই কুরআনের সমতুল্য হবে না যা হচ্ছে মহাজাগতিক এবং আল্লাহর অসৃষ্ট বাণী। একটি অনুবাদ সর্বোচ্চ যা হতে পারে তা হলো অনুমান। অর্থাৎ মানুষ কুরআনের অর্থ সম্পর্কে যতটুকু অনুমান করতে পারে। এই অনুমানও হচ্ছে সীমাবদ্ধ যা কখনোই মহান আল্লাহর অসীম বাণীর পরিপূরক হতে পারেনা। আল্লাহর এই আয়াতকে একটু বিবেচনা করে দেখুন। আল্লাহ বলেন, "বলুন(হে মুহাম্মাদ(সাঃ)),যদি সমুদ্রগুলো কালি হতো আপনার রবের বাণী লেখার উদ্দেশ্যে তবে তা ফুরিয়ে যেত আপনার রবের বাণী লিখে শেষ করার পূর্বেই। যদিও এর সাথে আরো সমুদ্র যোগ করা হয়।" আল্লাহ আরো বলেন, "যদি পৃথিবীর গাছগুলো কলম হতো এবং সমুদ্রগুলো(কালি হতো), এবং আরো সাত সমুদ্র এর সাথে যোগ করা হতো তবুও আল্লাহর বাণী লিখে শেষ হবেনা। নিশ্চই আল্লাহ সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী।" উপরন্তু অনুবাদের উপরে নির্ভরশীল হওয়ার (যা নিজেই ত্রুটিপূর্ন কারণ মানুষ তার অনুমান অনুযায়ী অনুবাদ করছে) অর্থ হলো একজন ব্যক্তি সর্বদাই কুরআনের সত্যিকারের প্রভাব, ঐশ্বর্য এবং অনবদ্য মাধুর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কুরআনের নিছক অনুবাদ মানুষের চোখকে

অশ্রুসিক্ত করে না। বরং অন্তরে কাপুনি জাগানো শব্দগুলো এবং অর্থের পরিপূর্ণ মাধুর্য মানুষের চোখে অশ্রু বয়ে আনে।

৮। অনুবাদসমূহের সমস্যাগত দিক বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে যৌক্তিক কারণেই মুসলিমদের আরবি শিখা উচিত। আমাদের ইসলামী ঐতিহ্যের বেশিরভাগই অনারব মুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য নয়। উপরন্তু অনুবাদগুলোর ত্রুটি আর সীমাবদ্ধতা তো আছেই। তা নিম্নমানের অনুবাদ থেকে শুরু করে ভুল ব্যাখ্যা পর্যন্ত হয়ে থাকে।

৯। ভাষা যেহেতু সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার সেহেতু এর অনবদ্য প্রভাব রয়েছে এর ব্যবহারকারীদের উপর। ঠিক তেমনি আরবি যেহেতু ইসলামী সংস্কৃতির প্রবেশদ্বার সেহেতু এরও কিছু ইসলামী প্রভাব রয়েছে এর ব্যবহারকারীদের উপর। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে কুরআন এবং সুন্নাহ আরবি ভাষার উপর গভীর এবং সুদূরপ্রসারী দাগ কেটে গেছে। তাইতো আরবির মৌলিক বিষয়বস্তু ১৪০০ বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে।

১০। কিছু কিছু প্রাচ্য ভাষাবিদ ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষবশত আরবি ভাষা শিখেছে যাতে তারা ইসলামকে ধ্বংস করতে পারে এবং মুসলিমদের উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে পারে। তাহলে মুসলিমরা কেন তাদের ইমান এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় চেতনাদীপ্ত হয়ে ইসলামকে সমস্ত অনৈসলামিক শক্তি এবং ইসলামের শত্রুদের থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে আরবি চর্চা করেনা?([6])

([6]) https://www.iirt.info/ten-reasons-why-muslims-should-learn-arabic/

আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয়

আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা বিগত শতাব্দীর নববইয়ের দশক পর্যন্ত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আরবী বিভাগ এবং কওমী মাদরাসার পাঠ্যসূচীর মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র ও পরিধি বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে এবং এর জন্য পৃথক পাঠ্যসূচী, প্রতিষ্ঠান ও বিভাগ ব্যক্তি পর্যায়ে অথবা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে গড়ে উঠে। এর জন্য এক বছর বা দু'বছর মেয়াদি কোর্সও চালু করা হয়। এসব কোর্সে সাধারণত কওমী মাদরাসার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্তকারী ও সনদপ্রাপ্ত ছাত্ররা ভর্তি হয় এবং নতুন করে আরবী ভাষা ও সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করে। এর ফলে তারা আরবী ভাষার ক্ষেত্রে তাদের দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয় এবং বলার ও লেখার যোগ্যতাও কমবেশী লাভ করতে সক্ষম হয়।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি আরবী ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের পাঠ্যক্রম সমাপ্ত করার পরও ছাত্ররা কেন নতুন করে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের কোর্সে ভর্তি হয় এবং কমপক্ষে এক-দুই বছর ব্যয় করে? এর সহজ উত্তর হল, আমাদের কওমী মাদরাসাগুলোর আরবী পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত লক্ষ্য আরবী ভাষা ও সাহিত্যে পান্ডিত্য অর্জন নয় বরং এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে:

১. বিশুদ্ধভাবে আরবী ইবারত পাঠ করার দক্ষতা অর্জন।

২.আরবী ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদি পাঠ করে এর মর্ম উপলব্ধি করার দক্ষতা অর্জন।

৩.পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অসাধারণ ভাষাগত নৈপুণ্যের সাথে পরিচিতি লাভ।

তবে এটা অনস্বীকার্য যে, কওমী মাদরাসার আরবী পাঠ্যক্রমেও এমন মৌলিক উপাদান রয়েছে যার মাধ্যমে একজন প্রতিভাধর শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত সাধনা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হতে পারে। বাসত্মবেও এর প্রমাণ লক্ষ্য করা যায়।[1]

এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া উচিত। সেটা হচ্ছে, ভাষা চর্চা ও সাহিত্য চর্চা কি একই বিষয়? নিরেট সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে কি ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষিক দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব? এর পরিষ্কার ও যথার্থ উত্তর হল, না। কারণ, যে

কোনো ভাষার প্রাচীন সাহিত্যধর্মী গদ্য ও পদ্যের ভাষা হচ্ছে দুর্বোধ্য, দৈনন্দিন জীবনে অব্যবহৃত এবং ব্যবহারিক জীবনের ভাষিক প্রয়োজন পূরণে অক্ষম। এই বাস্তবতা কেবল আরবী ভাষার ক্ষেত্রেই নয় পৃথিবীর জীবন্ত যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও লক্ষ্যণীয়। তাই আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, আরবী সাহিত্যের প্রাচীন পদ্য 'আস সাবউল মু'আল্লাকাত', 'দিওয়ানুল হামাসা', 'দিওয়ানুল মুতানাববী' এবং প্রাচীন গদ্য বিশেষ করে 'মাকামাতে হারিরী' ইত্যাদি প্রামাণ্য ও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-গ্রন্থাদি পাঠ করে দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক ভাষা শিক্ষা করা আদৌ সম্ভবপর নয়। আর এ কারণেই ছাত্ররা এসব গ্রন্থাদি পাঠ করেও ভাষাগত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠার জন্য নতুন করে ভাষাচর্চা করতে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ও আরবী সাহিত্যের ছাত্ররা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেও ঐ একই কারণে নতুন করে ভাষা কোর্সে ভর্তি হতে বাধ্য হয়।

আদব বা সাহিত্য শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার এবং অনেকটা অপপ্রয়োগের বিষয়টি লক্ষ্যণীয়। বিষয়টি এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, নিছক নাহু-সরফের স্বল্প মেয়াদি কোর্সের নামও দেয়া হয় ''আরবী আদবের কোর্স''। আবার কোথাও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মানের আরবী গদ্য ও পদ্যের কোর্সকেও ''আরবী সাহিত্যের কোর্স'' বলে আখ্যায়িত করা হয়। এটাকে ''যুল্ম'' বললে অযৌক্তিক হবে না। কারণ যুল্ম শব্দের অর্থই হচ্ছে-

وضع شيء في غير محله غير محله

(কোনো কিছুর অপপ্রয়োগ)। আরও লক্ষ্যণীয় যে, এই স্বল্প মেয়াদি ভাষা কোর্সের নাম দেয়া হয় (تخصص في الأدب تخصص) অর্থাৎ সাহিত্যের অনার্স কোর্স। অথচ অনার্স কোর্স বা বিশেষায়িত কোর্সের জন্য অন্তত পক্ষে চার বছরের প্রয়োজন। অপরদিকে যারা এই কোর্সে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের অনেকেরই নামের আগে الأديب الأريب" (সুসাহিত্যিক) শব্দটি যোগ করা হয়। কাজেই আদব শব্দটির পারিভাষিক অর্থ ও এর মূল উপাদান কী সে ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এর মাধ্যমে আমরা নিজেদের অবস্থান যথার্থরূপে ও বাস্তবতার ভিত্তিতে নিরূপণ করতে সক্ষম হব।

বলা বাহুল্য যে, আরবীতে 'আদব' শব্দের একাধিক সংজ্ঞা রয়েছে। এখানে আমরা কেবল তিনটি সংজ্ঞা তুলে ধরতে চাই। এর দুটো হল সাধারণ সংজ্ঞা, আর অপরটি হল ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রিক সংজ্ঞা। আদবের দুটো সাধারণ সংজ্ঞ নিম্নরূপ:

الأدب هو الكلام الإنشائي البليغ الذي يقصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسامعين سواء أكان شعرا أم نثرا (د. شوقي ضيف/ تاريخ الأدب العربي)

অর্থ : সাহিত্য হচ্ছে বিরচিত প্রাঞ্জল বক্তব্য -সেটা কাব্য হোক অথবা গদ্য- যার লক্ষ্য হচ্ছে পাঠক ও শ্রোতাবৃন্দের আবেগকে প্রভাবিত করা।

الأدب إنما هو ألفاظ مختارة وتراكيب متقنة وأساليب مجودة, معان مؤثرة. (د. عبد العزيز بن محمد الفيصل / الأدب العربي وتاريخه(

অর্থ: সুচয়িত শব্দাবলী, বলিষ্ঠ গঠনরীতি, সুষমামন্ডিত রচনাশৈলী এবং হৃদয়গ্রাহী অর্থমালাই হচ্ছে সাহিত্য।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রিক আদব বা সাহিত্যের সংজ্ঞা হচ্ছে নিমণরূপ:

كل شعر أو نثر يؤثر في النفس، ويهذب الخلق، ويدعو إلى الفضيلة، ويبعد عن الرذيلة بأسلوب جميل (د. عبد العزيز بن محمد الفيصل / الأدب العربي وتاريخه)

অর্থ: সাহিত্য হচ্ছে এমন প্রতিটি কাব্য বা গদ্য যা নান্দনিক প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করে, চরিত্রকে পরিশীলিত করে, শালীনতার প্রতি আহবান করে এবং অশালীনতা হতে দূরে রাখে।

উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাহিত্য কেবল ব্যাকরণের কিছু নিয়ম কানুন ও হাজার খানেক শব্দ মুখস্থ করার নাম নয় এবং দুর্লভ বর্ণনাভঙ্গি ও কিছু দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করে দু'একটা রচনা লেখাও সাহিত্য চর্চা নয়। সাথে সাথে এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, লেখক মাত্রই সাহিত্যিক নয়। বরং সাহিত্যিক হতে হলে আরও অনেক ভাষিক গুণ ও প্রতিভার অধিকারী হতে হয়। যে কোনো ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্য প্রাথমিকভাবে যে বিষয়গুলো অপরিহার্য তা হচ্ছে:

১. শব্দমালা (المفردات)

২. ব্যাকরণ (النحو والصرف)

৩. শব্দতত্ত্ব (علم المعاني)

৪. বর্ণনা বিদ্যা (علم البيان)

৫. শব্দালঙ্কার (علم البديع)

৬. ছন্দশাস্ত্র (علم العروض)

৭. কল্পনা (الخيال)

৮. আবেগ (العاطفة)

এই বাস্তবতার আলোকে বলা যায় যে, আমাদের দেশে স্বল্প মেয়াদি যে কোর্সগুলোর আয়োজন করা হয়, তা আদৌ সাহিত্যে (متخصص) বিশেষজ্ঞ হওয়ার কোর্স নয়। বরং তা হচ্ছে প্রাথমিক ভাষা শিক্ষার কোর্স। এই কোর্সের মাধ্যমে ছাত্ররা আরবী ভাষায় বলা, লেখা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের একটা কার্যকর সুযোগ পায়। এই মৌলিক ভাষিক যোগ্যতা বিশেষ করে পড়া ও বলার যোগ্যতা যথাযথ ও কাঙ্ক্ষিত মানে অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগে যত্নবান হতে হবে। বিষয়গুলো হচ্ছে:

১. উচ্চারণের বিশুদ্ধতা (صحة النطق)

২. শব্দ কাঠামোর বিশুদ্ধতা (صحة الضبط)

৩. এ'রাবের বিশুদ্ধতা (صحة الإعراب)

৪. বাচনভঙ্গির বিশুদ্ধতা (صحة الأداء)

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও যথার্থ বাচনভঙ্গি পৃথিবীর যে কোনো ভাষায় বলা ও পড়ার যোগ্যতা অর্জনের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত। তবে সাধারণ লিখিত আরবী ভাষায় যেহেতু স্বরচিহ্ন বা ধ্বনিচিহ্ন (حركات) থাকে না, সাথে সাথে আরবী ভাষায় এমন অনেক শব্দ আছে যার একাধিক কাঠামো থাকলেও তা একক বানানে লেখা হয় তাই সেগুলো পড়ার সময় বাক্যের পূর্বাপর ও প্রসঙ্গ অনুযায়ী সঠিক কাঠামো নির্ণয় করে তা উচ্চারণ করতে হয়। এ জন্য আরবী শব্দের একাধিক কাঠামো ও কাঠামোভেদে অর্থের পার্থক্যটা বিশেষভাবে জানতে হয়। এর

জন্য শিক্ষার্থীদেরকে পরিশ্রম করতে হয় এবং ব্যাপক অনুশীলন করতে হয়। তাই কোনো ছাত্র যদি স্বরচিহ্ন বিহীন কোনো আরবী লেখা বিশুদ্ধ উচ্চারণ, বিশুদ্ধ এ'রাব ও সঠিক শব্দ কাঠামো রক্ষা করে পড়তে পারে তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যায় সে আরবী ভাষা শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করেছে। কাজেই এ বিষয়ে শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদেরকেও সজাগ থাকতে হবে এবং তাঁদের মাঝেও এ গুণ পরিপূর্ণরূপে না হলেও যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত পর্যায়ের হতে হবে।

আরবী শিক্ষার্থীকে লিখন যোগ্যতা অর্জনের জন্য অবশ্যই আরবী ভাষায় তার শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ করতে হবে। বানানের নিয়ম-কানূন শিখতে হবে। ব্যাকরণসম্মত ও অর্থপূর্ণ বাক্যগঠন পদ্ধতি জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী একক বিষয়ভিত্তিক পরস্পর যুক্ত ও সুবিন্যস্ত বাক্য গঠনের অনুশীলন করতে হবে। প্রাথমিক সত্মরে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ছোট ছোট বিচ্ছিন্ন ও সরল বাক্য গঠনের অনুশীলন করানো হবে। পর্যায়ক্রমে তাদের মাঝে বিষয়ভিত্তিক ও বিভিন্ন আকার আকৃতির সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য গঠনের যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে। সাথে সাথে একই বক্তব্য শব্দ পরিবর্তন এবং বাক্য কাঠামো ও বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে ব্যক্ত করার অনুশীলনও করতে হবে। এ লক্ষ্যে ভাষা শিক্ষার্থীদেরকে অবশ্যই বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গির (أساليب البيان) সাথে পরিচিত হতে হবে এবং কোন্ বিষয় বা বক্তব্যের জন্য কোন্ বর্ণনাভঙ্গি উপযোগী সেটাও ভালো জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী বর্ণনাভঙ্গিতে পরিবর্তন ও বৈচিত্র আনতে হবে। তা না হলে তারা একই ধরনের বাক্য গঠনে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে এবং একই ধরনের বর্ণনাভঙ্গির মাঝে সীমাবদ্ধ

হয়ে পড়বে। লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্র কেবল সাহিত্যধর্মী রচনা পড়ে এবং তা অনুকরণ করতে শিখে। তাদের সব বিষয়ের রচনায়ই এই সাহিত্যধর্মী বর্ণনাভঙ্গির সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়। এমনকি নিরেট গবেষণাধর্মী ও সাধারণ বিষয়ের লেখাতেও তারা ঐ একই সাহিত্যধর্মী বর্ণনাভঙ্গি ব্যবহার করে থাকে, যা অত্যন্ত দোষণীয়। কারণ আরবী প্রবাদবাক্যে সুস্পষ্টরূপে বলা হয়েছে, "لكل مقام مقال" অর্থাৎ অবস্থা ভেদে বক্তব্য হতে হবে। যেমন বিষয় হবে বর্ণনাভঙ্গিও তেমনি হতে হবে। অন্যথায় তা দোষণীয় বলে বিবেচিত হবে।

সমসাময়িক বিষয় ও ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী আরবী ভাষা শিখতে হলে অবশ্যই আরবী পত্র-পত্রিকা পড়তে হবে এবং সেখান থেকে শব্দ শিখতে হবে।

কারণ পত্রিকা হচ্ছে এমন একটি মাধ্যম যা জীবনের প্রায় সব ক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ও পরিভাষা উপস্থাপন করে থাকে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করার মাধ্যমে। যে কোনো জীবন্ত ও বহুল ব্যবহৃত ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা ভাষাবিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেন এবং ব্যবহারিক জীবনের উপযোগী যে কোনো ভাষা শিক্ষার জন্য ঐ ভাষার পত্র-পত্রিকা পড়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই আধুনিক ও ব্যবহারিক আরবী ভাষা শিখতেও এই একই পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। একটা কথা আমাদের ভালো করেই মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব আরবী গ্রন্থ সমসাময়িক যুগের লেখকগণ রচনা করেছেন সেগুলো পড়ে বুঝার জন্যও আমাদেরকে এই আধুনিক ও ব্যবহারিক আরবী ভাষা শিখতে হবে। কাজেই আমাদের দেশে আরবী ভাষা শিক্ষা কোর্সে আরবী সংবাদপত্র পঠন ও অনুধাবনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এর জন্য যোগ্য ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের ব্যবস্থাও করতে হবে।

পরিশেষে যে বিষয়টির প্রতি আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক ও প্রশিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই তা হল, ভাষিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমাদের ভাষা চর্চাটা হতে হবে সামগ্রিক এবং তা অবশ্যই ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং প্রয়োজন পূরণে হতে হবে কার্যকর ও ফলপ্রসূ। আর এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ভাষা চর্চার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়েও নিয়মতান্ত্রিক ও বাস্তবভিত্তিক সাধনা ও অনুশীলন। অন্যথায় আমাদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত মানের আরবী ভাষা শিক্ষাও সম্ভব হবে না এবং আরবী সাহিত্য চর্চাও সম্ভব হবে না।([7])

([7]) মাসিক আল কাউসার - https://www.alkawsar.com/bn/article/1255https://www.alkawsar.com/bn/article/1255 https://www.alkawsar.com/bn/article/1255/

বিশ্ব অর্থনীতিতে আরবি ভাষার গুরুত্ব

একটি জাতির সার্বিক উন্নতিতে যেসব বিষয় সবচেয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে ভাষা অন্যতম। ভাষা শুধু মনের ভাব প্রকাশের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, বরং একটি দেশ বা জাতির অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। বিশ্বের বহুল প্রচলিত ১০টি ভাষার মধ্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত চাইনিজদের মান্দারিন ভাষা। এই ভাষাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মনের ভাব আদান-প্রদার করে। প্রায় ১৩০ কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। আর এটি চীনা জাতির মাতৃভাষা। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এসআইএল ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশনা ‘এথনোলোগ’-এ ভাষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্প্যানিশ ভাষা। প্রায় ৪৪২ মিলিয়ন মানুষের মাতৃভাষা স্প্যানিশ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে ইংরেজি। এটি বিশ্বের আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ভাষা এবং সাধারণত ভিন্ন দেশে দুজন মানুষ কথা বললে যে ভাষাকে ব্যবহার করে থাকে। তবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষ যে ভাষায় কথা বলে সেটি হচ্ছে ইংরেজি। যথাক্রমে চতুর্থ স্থানে রয়েছে আরবি ভাষা। এই ভাষাটি মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের প্রায় ৩১৫ মিলিয়ন মানুষের মাতৃভাষা। পঞ্চম স্থানে রয়েছে হিন্দি ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে প্রায় ২৪৩ মিলিয়ন মানুষের প্রথম ভাষা বাংলা। হিন্দির চেয়ে মাত্র ১৭ মিলিয়ন কম। অবশ্য সবচেয়ে বেশি মানুষের বলা ভাষার তালিকায় বাংলা আট নম্বরে চলে যায়। কারণ, তখন রুশ আর ফরাসি ভাষা বাংলার ওপরে চলে আসে।

এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা মধ্যপ্রাচ্য নামে পরিচিত। অঞ্চলভেদে ভাষার গুরুত্ব লক্ষ করা যায়। সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যর ভাষা আরবি। এই অঞ্চলে অর্থনীতি থেকে শুরু করে প্রতিটি ক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। আগের আলোচনায় আরবি ভাষাকে বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত ভাষার মধ্য চতুর্থ স্থানে দেখেছি। জাতিসংঘ, আফ্রিকান ইউনিয়ন, ওআইসিসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিশিয়াল ভাষা হলো আরবি। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠালগ্নে দাপ্তরিক ভাষা ছিল পাঁচটি। আবর নেতাদের প্রচেষ্টায় ১৯৭৩ সঙ্গে জাতিসংঘের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে আরবিকে অন্তর্ভুক্তি করা হয়। পৃথিবীর প্রায় ২৮ কোটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা আরবি। আর ২৫ কোটি মানুষ আরবিকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। আধুনিক প্রমিত আরবি ভাষা এখন ২৮ দেশের সরকারি ভাষা। তাই যুগ ও বাস্তবতার নিরিখে আরবি

ভাষা বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহাসিক শক্তিশালী ভাষা। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ পারস্য উপসাগর তীরে অবস্থিত এবং প্রচুর অশোধিত পেট্রোলিয়াম জ্বালানি তেল সম্পদে ভরপুর। মধ্যপ্রাচ্য আধুনিক বিশ্বে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে এক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে বা জনপদ। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের যুদ্ধনীতি ও প্রশাসনিক কার্যাবলিও বিশ্বে আলোচিত।

মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি মূলত নির্ভর করে জ্বালানি তেল ও পর্যটনশিল্পে। প্রচুর পরিমাণে এই দেশগুলো তেল বিক্রি করে। তেলের আন্তর্জাতিক বাজার পুরোটাই মধ্যপ্রাচ্যের দখলে। তবে করোনাকালীন তেলের বাজারে মন্দা দেখা দেওয়ায় দেশগুলো অন্য অর্থনীতির ওপর জোর দিচ্ছে। অনেক মরু অঞ্চলে কৃষি খামার গড়ে তুলছে। আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোতে বেশির ভাগ শ্রমিক বাইরের দেশের। এই দেশগুলোয় বাংলাদেশি শ্রমিকদের বিশাল বাজার। দেশের সিংহভাগ রেমিট্যান্স মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসে। এই দেশগুলোতে এত পরিমাণ বিদেশি শ্রমিক কাজ করে স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় প্রবাসী কর্মীর সংখ্যা বেশি। এক পরিসংখ্যানে এ তথ্য উঠে এসেছে। গালফ কো-অপারেশন কাউন্সিল শীর্ষক জোটভুক্ত ছয়টি দেশে প্রবাসী হার ও স্থানীয় জনসংখ্যা বিন্যাস; সংযুক্ত আরব আমিরাত (৮৮.৫% প্রবাসী), কাতার (৮৫.৭%), কুয়েত (প্রায় ৬৯.২%) বাহারাইন (৫২%), ওমান (৪৪%) এবং সৌদি আরব (৩২.৭ শতাংশ)। আর এই ছয় দেশের সরকারি ভাষা আরবি। বিশ্বে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ হিসেবে এগুলো পরিচিত।

আমাদের দেশ থেকে অনেক শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করলেও অধিকাংশ অদক্ষ। সেই দেশের ভাষা, কৃষ্টিকালচার সংস্কৃতি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচিত নয়। যে কারণে কাজের অনেক ক্ষেত্র থাকার পরও নির্দিষ্ট কিছু সেক্টরে বাংলাদেশের শ্রমিকরা কাজ করেন। যেগুলোতে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা থাকলেও পূরণ হয় না। দক্ষ শ্রমিক তৈরি করতে দেশের সরকারকে আরো আন্তরিক হতে হবে। এদিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আছে চীন। যে কারণে দেশটি বিশ্বের এক নম্বর অর্থনীতির দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে। চীনের ভাষা মান্দারিন হলেও ব্যবসায়িক পরিধি বাড়াতে সরকারিভাবে ভিন দেশের কৃষ্টিকালচার খুব ভালোভাবে শেখানো হয়। যার ফলে মধ্যপ্রাচ্যসহ পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে চীনের শ্রমিক কাজ করে। বিশ্ব আরবি ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন করলেও বাংলাদেশ, ভারত,

পাকিস্তান এই তিনটি দেশের মানুষ তা করেনি। আমাদের উপমহাদেশে অধিকাংশ মানুষ আরবি ভাষাকে ধর্মীয় ভাষা হিসেবে গণ্য করে থাকেন। আরবি ভাষা একটি বিরাট অঞ্চলের মাতৃভাষা এবং সেই অঞ্চলের বিশ্বে অর্থনৈতিক গুরুত্ব যে অপরিসীম তা আমরা বুঝতে পারি না। যার ফলে আমাদের দেশে আরবিকে ধর্মীয় ভাষায় হিসেবেই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। যদি এটিকে ভাষা হিসেবে শিক্ষা গ্রহণ করা যায়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে অনেক কাজের ক্ষেত্র তৈরি হতো। বাংলাদেশ আলিয়া, কওমি ও হেফজখানায় এখনো আরবি শেখানো হয়। কতটা গুরুত্ব সহকারে আরবি ভাষা শেখানো হয়, তা আলোচনা সাপেক্ষ বিষয়। তবে বাংলাদেশ সরকার মধ্যপ্রাচ্যের অর্থনীতি পরিধি বাড়াতে আরবি ভাষাকেন্দ্রিক নানা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। যার ফলে দেশ যেমন অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাবে, তেমনিভাবে কিছু মানুষের কর্মের ক্ষেত্র তৈরি হবে।

অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী আরব দেশগুলোতে কর্মের সন্ধানে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে আরবি ভাষাচর্চার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু সেই প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশের সরকার কখনো অনুধাবন করেনি। এ ভাষা শিক্ষায় সরকারের সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ করা যায় না। শুধু ভাষাগত দক্ষতা না থাকার কারণে মধ্যপ্রাচ্যর দেশগুলো থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারছে না বাংলাদেশ। এ দেশের শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি বৈদেশিক মুদ্রা বা রেমিট্যান্স আসে সৌদি আরবসহ আরবি ভাষাভাষী দেশ থেকে। প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে অসংখ্য মানুষ আরব দেশগুলোতে কাজের সন্ধানে পাড়ি জমাচ্ছে। কিন্তু তারা পেশাগতভাবে আরবি ভাষায় দক্ষ না হওয়ায় যথার্থ বেতন-ভাতা ও নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভারত-পাকিস্তানের মতো আমাদের দেশেও যদি সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিদেশগামী জনশক্তিকে ভাষাগত দক্ষতাসম্পন্ন করে রপ্তানি করা যেত, তাহলে তারা আরো অধিক বেতন ও নানা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারতেন; দেশে আরো অধিক পরিমাণে রেমিট্যান্স আসার সুযোগ তৈরি হতো।

আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরবি ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশের সঙ্গে আরব বিশ্বের ব্যবসার যোগাযোগ থাকলে ভারত-পাকিস্তান আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে। কারণ তারা

তাদের দেশে সরকারি খরচে আরবি ভাষা শিক্ষাগ্রহণ করে। যার ফলে তারা ব্যবসায়িকভাবে দ্রুত সফল হচ্ছে। তাই মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবসায়িক পরিধি ও সুসম্পর্ক বৃদ্ধি করতে আধুনিক আরবি ভাষাচর্চার বিকল্প নেই। আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ়করণে, সরকারের আধুনিক আরবি ভাষাচর্চায় ব্যাপক ও সুদূর পরিকল্পনা থাকা দরকার। কারণ আরব দেশগুলো আমাদের দেশের ধর্মীয়, সামাজিক ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন খাতে প্রচুর আর্থিক অনুদান পেয়ে থাকে। দুর্যোগপ্রবণ দেশ হওয়ায় বন্যা, সিডর, আইলা ও বিভিন্ন দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যার্থে আমরা আরব দেশগুলো থেকেই সবচেয়ে বেশি অনুদান পেয়ে থাকি। অন্যদিকে অনেক আরব দেশ আমাদের চেয়ে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তিতে বহু ধাপ এগিয়ে গেছে। যে কারণে আরবি ভাষা শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম অধ্যুষিত বিশাল জনসংখ্যার এ দেশে সরাসরি আরবি ভাষা শিক্ষা ও চর্চার জন্য সরকারের তেমন কোনো ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও এ দেশে সরকারি অর্থায়নে পরিচালিত আলিয়া মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি পড়ানো হয়, তথাপি এসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি আরবি বিশেষজ্ঞ সরকারি কর্মকর্তাদের নজর না থাকায় এবং শিক্ষাব্যবস্থায় পেশাগত আরবির বিষয়াবলি সিলেবাসভুক্ত না করায় এসব প্রতিষ্ঠান থেকে আধুনিক আরবি ভাষায় যোগ্য জনশক্তি তৈরি হচ্ছে না। কিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ওপর উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেও তারা দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তিত হতে পারছে না। এ বিষয়ে সরকার একটু সুনজর দিলে হয়তো আরবি ভাষার কারণে বাংলাদেশ বহুগুণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হবে। সেই সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেত। তাই আমরা প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশের সরকার আরবি ভাষায় দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করে মধ্যপ্রাচ্যসহ আরবি ভাষাভাষী দেশগুলোতে জনশক্তি রপ্তানি করবে; যা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।([৪])

([৪])https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/editor-choice/263932